সুশীলন এর ২০ বছর পূর্তি স্মরনিকা "পদচিহ্ন"

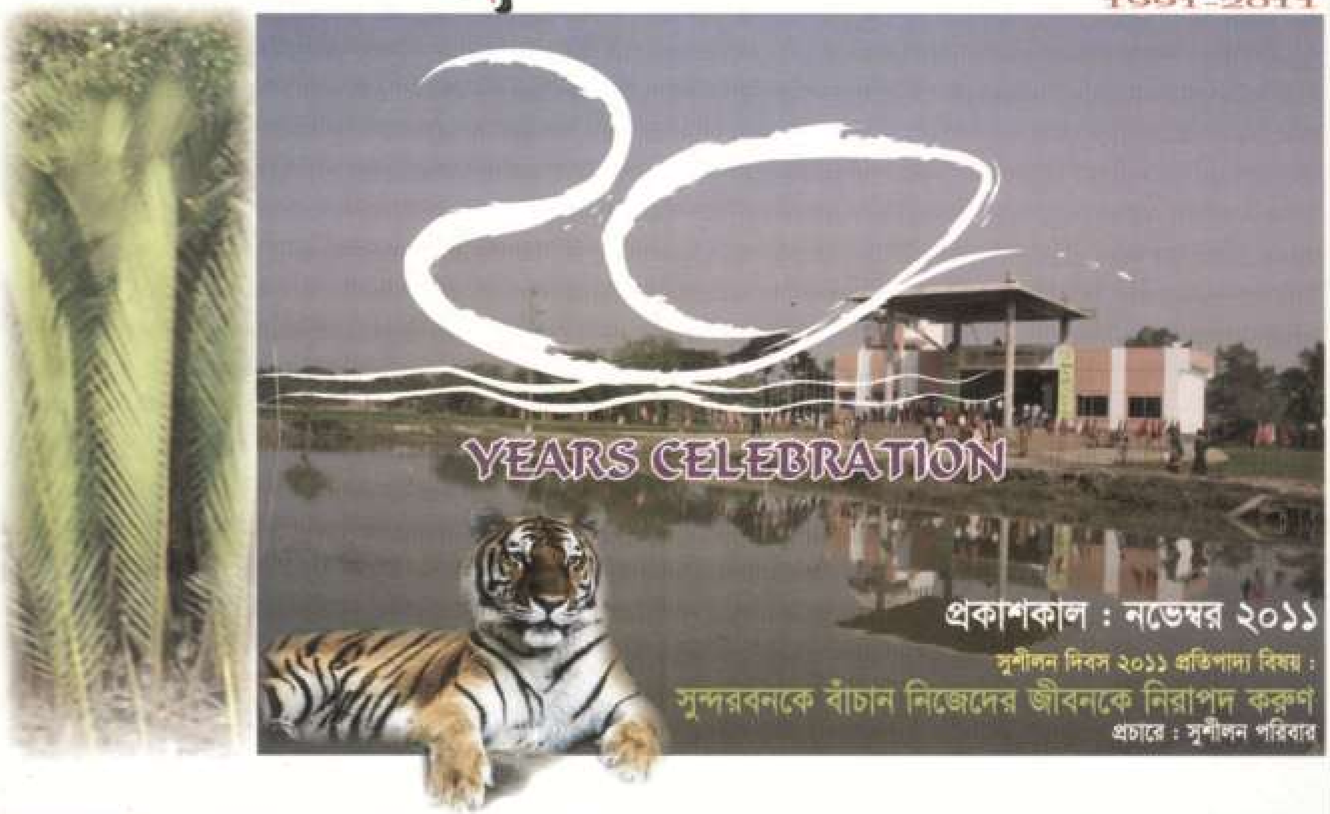

পদচিহ্ন পদচিহ্ন

প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০১১

পদচিহ্ন

সম্পাদনায়:
মোস্তফা নুরুজ্জামান

গ্রন্থনা ও ব্যবস্থাপনায়:
সচ্চিদানন্দ বিশ্বাস সতু

অক্ষর বিন্যাস ও শিল্পনির্দেশনা:
এ. এস. এম. তারিকুর রাব্বী

সার্বিক সহযোগিতায়:
আনোয়ারা খানম
শেখ মোস্তাফিজুর রহমান
আব্দুল আলিম

প্রকাশনায় :
সুশীলন, মেইন কন্টাক্ট অফিস:
প্লট নং - জি ৩, কে.ডি.এ. জলিল সরনী,
মুজগুন্নী আ/এ, বয়রা, খুলনা।
ফোন: +৮৮০-৪১-৮৬০৩২৯
email: contact@shushilan.org
website: www.shushilan.org

এক নজরে

সম্পাদকীয়

২০ বছর পূর্তি ও সুশীলন দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক এর দুটি কথা

লেখনী সমূহ

অভিযাত্রার বিশ বছর
সুন্দরবন ও আমাদের বাংলাদেশ
জেন্ডার উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা
উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সুশীলন
উপকূলীয় অঞ্চল : উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল
খাদ্য নিরাপত্তা ও উপকূলীয় জীবনযাত্রা
জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুশীলন
ফিরে দেখা ২০ বছরের সুশীলন
বিগত ২০ বছরে আমাদের প্রকল্পসমূহ

পদচিহ্ন পদচিহ্ন পদচিহ্ন

সম্পাদকীয়

পা পা করে সুশীলন ২০ টি বছর পার করছে। অবহেলিত মানুষের পাশে থেকেছি, শিখেছি: এটাই বড় আনন্দ। এই পূর্তি-আনন্দোৎসবে আমাদের স্মরণিকা " পদচিহ্ন": স্বাগত। সুশীলন এর সর্বস্তরের কর্মী, যাদের ২০ বছর পূর্তিতে রয়েছে অক্লান্ত অবদান। আমাদের আজ প্রাণের দাবী " প্রাণে প্রাণে মিল করে দাও মিল করে দাও, জীবনের ঘুর্ণি ঘোরাও, জীবনের ঝরা পাতা ঝরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব কাপাও বিশ্ব কাপাও, প্রাণে প্রাণে মিল করে দাও।"

এস বন্ধুগণ, আমরা মানুষ বিশেষ করে অবহেলিত বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের কল্যাণে বিশ্বকে কাপিয়ে তুলি।

মোস্তাফা নূরুজ্জামান
পরিচালক।

২০ বছর পূর্তি ও সুশীলন দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক এর দুটি কথা

সুশীলন সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা ২০ বছরে এসে পড়েছি। কর্মচঞ্চল বিগত দিনগুলি আমাদের সকলের সকলের মিলিত চেষ্টা; অভিনন্দন গোটা সুশীলন পরিবারকে। "সুশীলন দিবস ২০১০-২০১১" উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "সুন্দরবনকে বাচাঁন ও নিজেদের জীবনকে নিরাপদ করুণ"।

এই ২০ বছর পূর্তিতে আমাদের প্রকাশনা "পদচিহ্ন " প্রকাশকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোস্তফা আক্তারুজ্জামান
উপ-পরিচালক এবং আহবায়ক, ২০ বছর পূর্তি ও "সুশীলন দিবস" উদযাপন কমিটি।

অভিযাত্রার বিশ বছর

আ. জ. ম আজিজুর রহমান, সভাপতি, সুশীলন

সময় পেরিয়ে যায় নিঃশব্দে পায় পায়। এক দুই তিন পাঁচ সাত দশ উনিশ বিশ ঢের বছর। সময়ের কাছে দু'দন্ডের অতিথি। মানুষের কাছে অনেক অনেক দিন রাত্রি। জীবন তো সময়ের মতো পার হয়না সহজে। তার চলায় আছে ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, আলো অন্ধকারের দ্বৈত শাসন। পাহাড়ে ওঠার মতো, ঝঞ্ঝার সাথে লড়াই করার মতো, কলে পড়া ইঁদুরের মতো তার চলা কঠিন ও কষ্টকর। সংকটে সংশয়ে বিপাকে বৈরীতায় তার চলায় রক্ত ঝরে, হৃদয় পোড়ে তবু সে অসীম সম্ভবনায় এগিয়ে যায় ঝর্ণার মতো, নদীর মতো সমুদ্র সম্ভোগের তৃষ্ণায়। হয়তো নিরাশা পদে পদে, হয়তো ভেঙ্গে পড়ে ব্রিজ, হয়তো মৃত্যুর হাতছানি তবু নৈরাশ্য পেরিয়ে, অতল অন্ধকার পেরিয়ে, নীল ননৎকার পেরিয়ে মানুষই পারে সুসময় আনতে। সে ভাবেই ছেঁড়া পাল ভাঙ্গা হালে ভর করে সুশীলন পেরিয়ে এলো যেন এক অন্তবিহীন পথ সাত হাজার তিন শত দিনরাত্রির পর্বত ভার।

কোনদিনই খুব সুখের বা আনন্দের সময় ছিল না। দুঃখ-কষ্ট, দুর্দৈব, দুর্বিপাকের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সিন্দাবাদের মতো পার হতে হয়েছে বুকজল পথ। কিন্তু পথের শেষে পাওয়া গেল অমূল্য সম্পদ- আশা আলো আর মানুষের ভালোবাসা। পাওয়া গেল উদ্দীপনা, উৎসাহ আর উজ্জীবনের মন্ত্র। সেই সম্পদ সম্বল করে সুশীলন শেখালো মানুষের কর্ম-কৃতি ন্যায় ও সত্য হলে, আদর্শ ও কল্যানকর হলে,সেবাধর্মী ও সুন্দর হলে, সব কিছু শান্তির সপক্ষে হলে যে কোন পাহাড়ের চুড়ারোহন তুচ্ছ, ঝড়- ঝঞ্ঝা ধূলিকণা, আবারও আলোর অধিক। সেই অদম্যতা দিয়ে সুশীলন জয় করেছে মানুষের মন, প্রদোষের কাল, নক্ষত্রচিত রাত।

সুশীলন এখন এক বিশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক। শরীরে-শিরায় টগবগে যৌবন, চোখে- মুখে বসন্তের বিভা, চলায় অনুষ্টুপ ছন্দ। তার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব একে একে জয় করে চলেছে ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মানচিত্র। কাজটা সহজ নয়, দুঃসাধ্য তো বটেই। কারন পথটা মুখস্ত পথ ছিলনা-ছিল বঙ্কিম, বিসর্পিল। যে পথে সহজেই চলেন না জ্ঞানী-গুনী- মহাজন। ফলে পাওয়া গেল কিছু অনগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাদের নিয়েই সুশীলন অগ্রসর হলো নতুন পথে অনভ্যস্থ পথে। স্বাপথ হয়ে উঠলো পথ, মেধাহীন হলো মেধাবী, হলো ইহলোকজ্ঞানী, চিন্তাশীল, সংস্কৃতবান, আলোর ইশকুল। তাতে সুশীলনের পথ চলা সহজ হলো, সমৃদ্ধ হলো সুশীলন পরিবার। মানুষ উজানে চলতে শিখলো, উন্নতির উপাদানগুলো ব্যবহার করতে শিখলো, নিখিল বিশ্বের মানুষ হতে শিখলো, ভালোবাসতে শিখলো দেশ ও দরিদ্রকে। জীবন হয়ে উঠলো উপভোগ্য, আনন্দময়। সুশীলনের সাফল্যের চাবিকাঠি এই শিক্ষা। সুশীলন সেই লক্ষ অর্জনে আরো গতিশীল ও বিপ্লবী হোক, প্রত্যয়ী হোক, ধীমান হোক, জয়শ্রী জীবনের জনয়িতা হোক- বিশ বছর পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষনে, এ আমার একান্ত প্রত্যাশা। যতক্ষন দেহে আছে প্রান, দুহাতে সরাবো জঞ্জাল' এই প্রত্যয়ে সুশীলন আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো' চাই সেই জীবনের পরম লগন, সুধা নিরবধি।

সুন্দরবন ও আমাদের বাংলাদেশ

সৈয়দ তানভীর হোসেন, মনিটরিং অফিসার, ই.আর প্রকল্প, সাতক্ষীরা

বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হলো আমাদের সুন্দরবন। ম্যানগ্রোভ বন বলতে আমরা সেই বনকে বুঝে থাকি যেখানে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে বসবাস বা চলাচল করতে পারে না। অর্থাৎ সুন্দরবন হলো সেই বন যেখানে মানুষের স্বাভাবিক বসবাস ও চলাচলের অনুপযুক্ত পরিবেশ বিরাজমান। এর কারণ হিসাবে যেটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে তা হলো, সুন্দরবন উপকূলীয় লবনাক্ত অঞ্চলে অবস্থিত যা কিনা মানুষের বসবাসের অনুপযোগী এবং এর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের শ্বাসমূলের কারণে এই বনের মধ্য দিয়ে চলাচল করাও একটি দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং সুন্দরবনকে একটি আদর্শ ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে বলা যেতে পারে। সুন্দরবনের নাম করণ করা হয় এ বনের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ সুন্দরীর নাম অনুসারে। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬৭৮৬ বর্গ কিলোমিটার। এ বন বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫ টি জেলা নিয়ে অবস্থিত। জেলা গুলো হলো- খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও পটুয়াখালী। এর মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ৬৭২৪ বর্গ কিমি. ও বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার ৬২ বর্গ কিমি. জুড়ে এ বন অবস্থিত। এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই বন দিনের অর্ধেক সময় জোয়ারের পানিতে নিমজ্জিত থাকে। আর এ বনের উদ্ভিদগুলো তাদের মাটির উপরে থাকা শ্বাসমূলের মাধ্যমে তাদের শ্বাস কার্য পরিচালনা করে থাকে। এ বনের উদ্ভিদগুলোর লবনাক্ততা সহ্য করার বিশেষ ক্ষমতা আছে যা সমতল ভূমির উদ্ভিদের নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলের উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায় যা সমতলভূমির অন্য কোনো উদ্ভিদে দেখা যায় না। অনেকে হয়তো মনে করে থাকেন যে এ বনের উদ্ভিদ লবনাক্ত পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, আসলে এধারণা একেবারেই অমূলক। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ বনের গাছগুলো সাধারণ সমতল ভূমিতে খুব ভালভাবে বেড়ে ওঠে যদি মাটির Ph অন্যান্য গুনাগুণ ঠিক থাকে।

সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ: সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ বলতে আমরা বুঝে থাকি সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, গোলপাতা, আমড়, বাইন, কাকরা ইত্যাদি।সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বানর, কুমির, শুশুক, ডলফিন, অজগর ও ২৬০ প্রজাতির পাখি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সুন্দরবনের ভূমিকা: বাংলাদেশ একটি অধিকতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুকি প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। প্রতি বছর এদেশে ছোট বড় প্রায় ৮-১০ টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনে থাকে। এই সুন্দরবন বাতাসের গতিবেগ পরিবর্তন করে ঝড়ের প্রোকোপ থেকে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে রক্ষা করে চলেছে বছরের পর বছর। কিন্তু নিয়মিত বৃক্ষ নিধনের ফলে বনে গাছের সংখ্যা কমে এসেছে। আর তাই ঝড়ের প্রবল হাওয়া প্রতিরোধ করা এই বনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। যেকারণে ২০০৭ সালের সিডর ও ২০০৯ সালের আইলার সময় দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মুখোমুখি হয়েছে এক ভয়াবহ দুর্যোগের। এই মহাদুর্যোগের পর দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে যে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল তার ক্ষতি বাংলাদেশ আজও পুশিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। দেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, বরগুনা জেলার মানুষের হাহাকারী ও আর্তনাদ আজও এ অঞ্চলের বাতাসে শোনা যায়। শুধু তাই নয়, এই ভয়াবহ দুর্যোগে সুন্দরবনের প্রায় ২৫ ভাগ বন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর বিশেষজ্ঞদের মতে এ ক্ষতি পুশিয়ে উঠতে প্রায় ১৫০ বছর সময় লেগে যেতে পারে যদিকিনা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত গাছের গুড়িগুলোকে তাদের স্বাভাবিক বংশবিস্তারে বাধা না দিয়ে থাকি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর লোভী কাঠব্যবসায়ী ওই পড়ে থাকা গাছের গুড়িগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে আমাদের সুন্দরবনের একটি বিশাল অংশ আজ প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের প্রাণীজ সম্পদও আজ বিপন্নপ্রায়।

বাংলাদেশের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই সুন্দরবনেই পাওয়া যায় তাও আজ বিপন্নপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। আজ সমস্তবন খুজে ২৫০ টির বেশি বাঘ পাওয়া সম্ভব নয়। মোদ্দাকথা, সুন্দরবন বেঁচে থাকলে বাঁচবে পরিবেশ, বাঁচবে দেশ।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের পেশা: সুন্দরবনের আশেপাশের জনগন মূলত বনের উপরই নির্ভরশীল। তাদের প্রধান পেশা হলো কাঠ কাটা, মাছ ধরা ও মধু সংগ্রহ করা। তাই যদি বনকে বাঁচিয়ে না রাখা যায় তবে ওই হতদরিদ্র মানুষগুলোকেও আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, সুন্দরবন শুধু দেশকে বাঁচাতে নয়, পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। ইলেক্ট্রনিক ভোটের মাধ্যমে UNESCO বিশ্বের সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের প্রতিযোগীতা শুরু করে ২০০৭ সাল থেকে; এটি ৩ টি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। সুন্দরবন এই প্রতিযোগীতার শেষ ধাপে এসে ২০১১ সালে প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফলে ১৪ তম স্থান অর্জন করেছে যা বিশ্বের দরবারে আমাদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

জেন্ডার উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা

লুৎফুন্নেছা হীরা, পরামর্শক এবং আনোয়ারা খানম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, সুশীলন

সুশীলন দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুযোগ সৃষ্টি ও সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থপনা, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, জেন্ডার সাম্য রক্ষা এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার মত ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সুশীলন নীতিগতভাবে একটি জেন্ডার সংবেদনশীল সংস্থা। যার সকল কার্যক্রমে নারী উন্নয়নের ছোয়া লেগে আছে। নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সুশীলন বিগত ২০ বছর ধরে সংস্থা ও সংস্থার কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত মূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে যেমন নারীর অংশগ্রহন, নারী উন্নয়ন ও সমাজে নারীর ভূমিকা বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সংস্থার অবদান নিশ্চিত করার জন্য সমতা কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৌশলগত পরিকল্পনা, মানবসম্পদ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার নীতিমালায় নারী উন্নয়নের বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। কর্মএলাকায় নারী পুরুষের সমতা আনায়নে কর্মীদের মূল্যোবোধ একটি অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংস্থার সকল স্তরের কমিটিতে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহন নিশ্চিত করে থাকে। সর্বাপরি সুশীলন এমন একটি সংস্থা যেখানে নারীরা তাদের সম্মান ও মূল্যোবোধ বজায় রেখে সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারে।

এছাড়া তৃণমূলে উন্নয়ন সহযোগিদের মধ্যে নারী সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে যা নারীর সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন করেছে; যা গত ২০ বছরে নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। সুশীলন এর এই দক্ষতা ও উন্নয়ন শুধুমাত্র সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ে নয় বরং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উপকূলীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে সুশীলন

সারমিন মল্লিক, মনিটরিং অফিসার, সুশীলন

সাম্প্রতিক কালে দুটি বিষয় বিশ্বে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এর একটি হলো সন্ত্রাসবাদ ও অন্যটি হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন। এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানব সভ্যতার উপর দীর্ঘ মেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে বিজ্ঞানীরা ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ধারণা করেছেন। আর এই জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকাই প্রধান যেখানে প্রকৃতি এর নিজস্ব নিয়মে চলে। মানুষ প্রকৃতির চলার পথে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে জলবায়ুর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। এর বিরূপ প্রভাব প্রকাশ পায় নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যদিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ বর্তমান ২০০০ শতকে "প্রাকৃতিক দুর্যোগের শতক" ঘোষণা করেছেন। যার নমুনা আমরা এরই মধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেমন জাপানের ভয়াবহ সুনামী, বাংলাদেশ-ভারতের সিডর, আইলা, ইউ এস এ এর ক্যাটরিনা, রিটার মত ঝড়, জাপান ও পাকিস্তানের ভয়াবহ

ভূমিকম্প ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক বিষয় হলেও বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলো এর করুণ পরিণতি বেশি মাত্রায় ভোগ করে। বিশ্বের ক্রমাগত উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বাড়লে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে। কোটি মানুষ হবে পরিবেশ শরণার্থী। বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন দেশ। এখানে রয়েছে ২৬৬ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য, ২২ প্রজাতির উভচর, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রজাতির স্থানীয় পাখি, ২৪০ প্রজাতির অতিথি পাখি এবং ৫,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদের সমাহার। এসকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রায়ই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপন্ন মানুষের অসহায়ত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে সুশীলন দীর্ঘদিন ধরে দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্পের সহযোগিতায় রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউ এন ডি পি, ইউনিসেফ, এফএও, কনসার্ন, খৃষ্টান এইড, অক্সফাম, সিডিএমপি, এসিডিআই-ভোকা আরোও অনেকে। এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নসহ ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকারী দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে নানা রকম সহযোগীতা করে আসছে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াল গ্রাসের স্বীকার হয়েছে আমাদের উপকূল এলাকার অধিকাংশ এলাকা। গত সিডর এবং আইলাতে এ সকল অঞ্চলের ecosystem এ এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন যার ফলে ভেঙ্গে পড়েছে খাদ্য শৃংখল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে উদ্ভিদ থেকে শুরু করে মানব সম্পদ পর্যন্ত। এই রকম অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে খুব নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে আমাদের উপকূলবর্তী এলাকা মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এসকল ঝুঁকি ও চিন্তা মাথায় রেখে সুশীলন বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতায় নানা মুখী প্রকল্পের মাধ্যমে এসকল উপকূল এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও সহনশীলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে এসকল কিছু স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলগুলিতে দুর্যোগের ঝুঁকি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে তারা তাদের দক্ষতা, সহনশীলতা ও সক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন করে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনার জন্য সুশীলন এসকল এলাকায় সি আর এ করা, স্থানীয় পরিকল্পনা গ্রহন করা ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এসকল এলাকায় আগে লোনা পানির প্রভাবে সুপেয় পানির ও কৃষির স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হতো। এখানে খাল ভরাট হয়ে স্বাভাবিক জমিতে রূপ নিয়েছিল, যার ফলে অতিবৃষ্টিতে তারা পানির জন্য ফসল ফলাতে পারত না আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে ফসল ফলাতে পারত না। এসকল এলাকায় বর্তমানে খাল খনন, সুপেয় পানির পুকুর সংস্কার বা খনন, বর্ষার পানির আধার তৈরী, উচু রাস্তা তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে কিছুটা স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে এবং তাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটও পাল্টে যেতে বসেছে। খাল খননের মাধ্যমে এসকল এলাকা এখন সুরক্ষিত কারণ প্রতিটি খালের সাথেই নদীর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এবং স্লুইজগেট গুলোও সক্রিয়। এসকল দুর্যোগ ঝুকিপূর্ণ এলাকায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ সহযোগিতা, সঞ্চয়, বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণ এবং কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসায় ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সুন্দর পরিবর্তনের আসা করছে। তাদের ফসলের ক্ষেত এখন সবুজে পরিপূর্ণ: তারা এখন দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতন এবং এখন এক নতুন আশায় বুক বেঁধেছে।

প্রশ্ন

মোঃ কবির হোসেন, উপকর্মকর্তা, সুশীলন

প্রশ্ন হয়ে জন্ম নিয়ে
জানি কি দিলাম পৃথিবীকে?
রূপালী চাঁদ ঐ জোছনা ছড়ায়
তারা ভরা রাত দেখে মন জুড়ায়।
কখনো ধারা বয়ে চলে ছন্দ দেখায়
সুগন্ধযুক্ত গন্ধ বিলায়।
বৃক্ষরাজি ফলে-ফুলে ধন্য করে
পিপাসা মিটাতে জলরাশি ছুটে চলে।
মাঠভরা ফসল আর সবুজের মেলা
প্রাণের আহ্বানে খোলাতে মুক্ত বাতাস খেলা।
প্রভাতে জেগে ওঠা রবি
আলোকিত করে পৃথিবী।
করুনা হাজার উপমা আছে পড়ে
বিধাতার এই কনিকের কুটিরে।
বিনা স্বার্থে এই দেয়া আর দান
মানুষ হয়ে মোরা শুধু নিয়ে গেলাম।

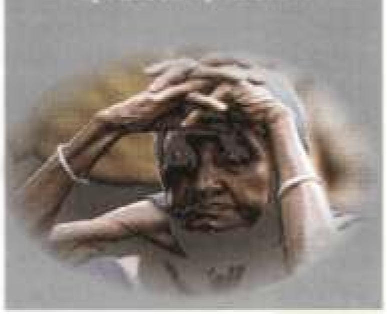

উপকূলীয় অঞ্চলঃ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

পাপন কুমার দেব, সিনিয়র মনিটরিং অফিসার, সুশীলন

বাংলাদেশের সমগ্র এলাকার প্রায় ৩২% এলাকা উপকূলীয় অঞ্চল। ১৯টি জেলা সমৃদ্ধ এই উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ২০ মিলিয়ন দরিদ্র লোকের বসবাস। বৈচিত্র্যপূর্ন এই উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯২০-১৯৩০ সালের দিকে মূল ভূমি ব্যবহার ছিল ধান উৎপাদন। কিন্তু পরবর্তীতে লবণ পানির অনুপ্রবেশ এবং জোয়ারের প্রাচুর্যতা ধান উৎপাদনের ব্যাপকতাকে বাধা প্রদান করে। এই পরিস্থিতিতে লবণ পানি রোধের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী জমি মালিকেরা নিজেদের আবাদী জমির চারপাশে বাঁধ নির্মান করে। ১৯৪৭ সালে বাঁধ নির্মানের এই চিরন্তন প্রথা বন্ধ হয়। ১৯৫০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান বাঁধসমূহ সঠিক পরিচর্যার অভাবে ভাঙতে শুরু করে। লবণ পানির অনুপ্রবেশ ও জোয়ারের প্রাচুর্যতা এই সময়ে চরমে উন্নীত হয় এবং প্রতি ৩ বছরে একবার আবাদী ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে থাকে। এর ফলে ১৯৬১ সালে Coastal Embankment Project (CEP) গৃহীত হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় উপকূলীয় অঞ্চলে বহুসংখ্যক বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে পোল্ডার তৈরি করা হয়। ১৯৮০ সালের দিকে প্রাথমিক অবস্থায় ৪০২২কি.মি. বাঁধ ও ৩৭৮০টি স্লুইচ গেটের মাধ্যমে ৯২টি পোল্ডার নির্মিত হয়। এর ফলে উৎপাদন ২-৩ গুন বেড়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে আরো ৩১টি পোল্ডার নির্মিত হয়। কিন্তু তখন হয়ত আমাদের অনেকের অজানা ছিল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে কেউ কখনো জয়লাভ করেনি বা করতে পারে না যার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় ১ দশক পরে। পোল্ডারের ভিতরে তৈরি হয় স্থায়ী জলাবদ্ধতা ও পোল্ডারের বাহিরে নদীর বুকে পলি জমে নদীগুলো দিন দিন মারা যেতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে দক্ষিন পশ্চিম উপকূল কৃষির জন্য তথা কোন কোন স্থানে মানব বসতির জন্যও অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, ইকোসিস্টেম সার্ভিসকে অবজ্ঞা করায় বিলুপ্তি ঘটে বহু উদ্ভিদ ও প্রানিকূলের। যাই হোক পরবর্তীতে ঐতিহ্যগত ভাবে চলে আসা চিংড়ি চাষ পোল্ডারের ভেতরে জায়গা করে নেয়। আস্তে আস্তে সমস্ত আবাদী এলাকা ও ম্যানগ্রোভ বিধৌত অঞ্চল পরিণত হয় চিংড়ি চাষের ঘেরে- সৃষ্টি হয় সামাজিক সংঘর্ষ। তখন থেকেই "জোনিং" শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে 'জোনিং' এর ছিটেফোটাও এখনোও উপকূলীয় অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয় না। সবচেয়ে দুঃখের হলেও সত্যি আমরা এখনও উপকূলীয় বাঁধ নির্মান করছি ১৯৬০ এর দশকের নকশা অনুযায়ী। উপকূলীয় অঞ্চল, ভূমি ব্যবহার, বাঁধ নির্মান, মানব বসতি এসব নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। প্রকৌশলগত বা কাঠামোগত রুপান্তরে পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, পরিকল্পিত উন্নয়ন ধারাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে উপকূল অঞ্চলে নিহিত বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন।

- ☑ প্রতিদিন ২২০ হেক্টর আবাদী জমি রাস্তা, কলকারখানা অথবা বসতি নির্মানের কাজে নষ্ট হচ্ছে।
- ☑ কমপক্ষে ১৯৭৩-২০০০ সালের মধ্যে ৮৬,০০০ হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গনের কারণে বিলীন হয়েছে।
- ☑ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৭০% জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততার কবলে পড়েছে যা কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস করছে।
- ☑ ৫০ শতাংশ উপকূলীয় জমি বিভিন্ন মাত্রায় প্লাবিত হয় যা ঐ অঞ্চলের কার্যকর ভূমি ব্যবহারে প্রভাব ফেলছে এবং এই অবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের দরুন দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

- ☑ ২০০১ সালের ৩৬.৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী ২০১৫ সালে ৪৩.৯ মিলিয়ন হবে এবং ২০৫০ সালে পরিণত হবে ৬০.৮ মিলিয়নে।
- ☑ বর্তমানে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমান ০.০৫৬ হেক্টর যা ২০৫০ সালে হ্রাস পেয়ে হবে ০.০২৫ হেক্টর।
- ☑ ১৯৮৩ সালের ৫১,১৮২ হেক্টর চিংড়ি চাষের অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালে ১৩৭,৯৯৬ হেক্টর হয় এবং ২০০২ সালে তা দাড়ায় ১৪১,৩৫৩ হেক্টরে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

শাহীনা পারভীন এ্যানী, প্রধান প্রশিক্ষণ সেল, সুশীলন

কৃষি ভিত্তিক আদিম সমাজে নারীদের প্রাধান্য ছিল। সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে নারীরা তার ক্ষমতা হারায়, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত নারী জাতি সেই ক্ষমতা আর ফিরে পায়নি। আজও নারীরা অধিকার বঞ্চিত, পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সকল ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত। যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় ও সামাজিক কু-সংস্কার তাদের চিন্তা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারীদের কু-সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের হতে হবে সচেতন। আর এই সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণ অন্যতম হাতিয়ার। সেই সকল হতদরিদ্র নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুশীলন এর প্রশিক্ষণ সেল তার জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে একজন নারীর দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবন জীবিকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যায়।এ পর্যন্ত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বিভিন্ন কেস ষ্টাডি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নারীর জীবন যাত্রার মান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।গ্রামের সেই সহজ সরল নারী সমাজে আজ কথা বলার সাহস পেয়েছে এবং অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। পুরাতন সেই প্রথা ভেঙ্গে নতুন জ্ঞান, তথ্য গ্রহণের মানষিকতাও তাদের তৈরী হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি ক্ষেত্র তৈরী এবং পুরুষের পাশাপাশি সামাজিক ও উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অংশগ্রহণকারীদের চেতনার স্তর। লেবেল অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারলে প্রশিক্ষণ সহজেই ফলপ্রসূ করা সম্ভব হয়। সে কারণে সবচেয়ে পিছিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যাতে তারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে সে সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় না।সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি সাধন, অংশগ্রহণকারীদের স্তর অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ এবং তার উপযোগী সুযোগ সৃষ্টি; এসব কিছুর সমন্বিত ফলাফলই হলো দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়ন। এইসব পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের লক্ষ্য করেই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা
এই সব ক্লান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"।

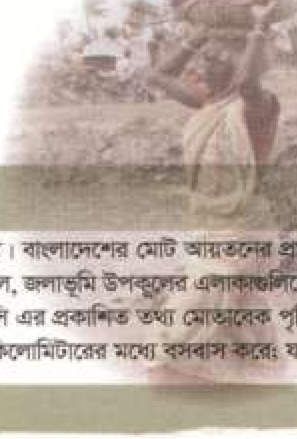

সুশীলন এর ২০ বছর পদার্পন উপলক্ষ্যে এই হোক আমাদের প্রশিক্ষণ সেলের ব্রত, এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

প্রেক্ষাপট ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা, সুশীলন

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এর goe-physical বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্পূর্ন ভিন্ন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩২% এলাকাই উপকূলীয় অঞ্চল এবং জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করে। অসংখ্য নদী নালা, খাল বিল, জলাভূমি উপকূলের এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রশাসনিকভাবে বিভক্ত বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলাই উপকূলীয় এলাকার মধ্যে পড়েছে। আইপিসিসি এর প্রকাশিত তথ্য মোতাবেক পৃথিবীর শতকরা ২০ শতাংশ মানুষ উপকূলের ৩০ কিলোমিটার এর মধ্যে বসবাস করে এবং শতকরা ৪০ শতাংশ মানুষ উপকূলের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করে; যা বাংলাদেশের

উপকূলীয় এলাকার দিকে তাকালে সত্য বলে প্রতিয়মান হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্য এলাকার তুলনায় উপকূলীয় এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হারে বৃদ্ধি পেলে অনুমান করা হয় ২০২০ সাল নাগাদ উপকূলীয় এলাকার লোকসংখ্যা হবে প্রায় ৪৪ মিলিয়ন। ফলাফল স্বরূপ ভূমিহীন এর সংখ্যা দিন দিন আরো বাড়বে এবং এরা জীবনজীবিকার প্রয়োজনে শহরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের গ্রামীন কাঠামো অনুযায়ী একটি পরিবারের জন্য জমি হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। উপকূলীয় এলাকার বেশিরভাগ পরিবারই কার্যত ভূমিহীন। ২০০৩ সালে প্রকাশিত কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ি দেখা যায় উপকূলীয় এলাকার শতকরা ৫৩.৪ ভাগ পরিবার ভূমিহীন। এই ৫৩.৪ শতাংশ পরিবার উপকূলীয় এলাকার মোট জমির শতকরা ১৭ ভাগ জমির মালিকানা ভোগ করে। অন্যদিকে শতকরা ১২ ভাগ পরিবার মোট জমির শতকরা ৪৭ ভাগের মালিকানা ভোগ করে। উপকূলীয় এলাকার মানুষের আয়ের একটা প্রধাণ উৎস হচ্ছে কৃষি। কিন্তু জমির মালিকানা কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ কৃষির পরিবর্তে বিকল্প আয়ের পথে ঝুঁকে পড়ছে। ১৯৬০ সাল হতে ১৯৯৬ সালের মধ্যকার আন্ত পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় কৃষি নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন জরিপকৃত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় উপকুলিয় এলাকার মানুষের মৌলিক সেবা (শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি) প্রাপ্তির হার দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কম। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রকৃতিক দুর্যোগ উপকূলীয় এলাকার মানুষের করে তুলেছে আরো বেশি অসহায়।উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বেশ কিছু ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় আঘাত করে বিভিন্ন সালে ১৭৯৭, ১৮২২,১৮৭৬, ১৮৯৭, ১৯০১, ১৯৪১, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১,১৯৯৬,২০০৭ এবং ২০০৯ যার মধ্যে ১৯৭০ এবং ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে অনেক প্রানহানী ঘটে। ২০০৭ সালের সিডর তিব্রতার দিক দিয়ে অন্যান্য সাক্লোনের তুলনায় ছিল অনেক বেশি ভয়াবহ। তবে প্রাণহানীর পনিমান ১৯৭০ ও ১৯৯১ এর সাইক্লোনের তুলনায় ২০০৭ এর সিডরে অনেক কম ছিল। সাইক্লোন ছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ততা, জলোচ্ছাস, অতি জোয়ার, নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, ভূমি ক্ষয়ের মত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে প্রতিনিয়ত। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় এলাকার মানুষ সাধারণত আশ্রয় নেয় বেড়ি বাঁধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয়কেন্দ্রে। কিন্তু এসকল অবকাঠামো আশ্রয়ের জন্য নিরাপদ ও পর্যাপ্ত নয়। উপকূলীয় এলাকায় এ পর্যন্ত ২১৩৩ টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে যা লোক সংখ্যা অনুযায়ি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম মাত্র গড়ে প্রায় ১৬%। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থাকলেও এ এলাকা প্রকৃতিক সম্পদে ভরপুর। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার নিরাপত্তার পাশাপাশি এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় জনগনকে একসাথে কাজ করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও উপকূলীয় জীবনযাত্রা

এস.এম.এম. আকমল হুদা বাবুল, সিনিয়র মনিটরিং অফিসার, সুশীলন

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে শুধু খাদ্য চাহিদা পুরনের নিরাপত্তাকে বুঝায়না বরং নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিও এর সাথে সমানভাবে কার্যকর। প্রতিটি মানুষের পুষ্টি চাহিদা পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় দূষণমুক্ত খাদ্য পাওয়ার নিশ্চয়তাই হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা যা শুধু ক্ষুধা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার নিশ্চয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদন ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের (কৃষি জমি, বীজ, সার, পানি, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, জ্ঞান ইত্যাদি) উপর উৎপাদকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারকে নিশ্চিত করে। অথচ আজ অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এই যে, কৃষি জমি, বীজ, সার, সেচের পানি, অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণ এবং কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই আজ কোম্পানির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। প্রকারান্তরে গোটা কৃষি ব্যবস্থাই আজ কৃষকের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে যা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

খাদ্য প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আর মানুষ প্রকৃতির সন্তান। সকল যুগেই মানুষ এবং অন্য সকল প্রাণীর প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রকৃতির মধ্যেই ছিল, প্রকৃতির মধ্যেই আছে। কিন্তু খাদ্যের অসম বন্টন ব্যবস্থার কারণেই সকল দেশে সকল যুগে বিপুল সংখ্যক মানুষ খাদ্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে। কালক্রমে খাদ্য বাণিজ্যের পণ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর খাদ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে খাদ্য শুধু নিছক বাণিজ্যের পণ্য নয় বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিরই একটি বড় নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। কৃষি প্রধান দেশ না হয়েও খাদ্য পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে উত্তরের ধনী দেশগুলো। আর এ কাজে মূল ভূমিকা পালন করছে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সংস্করণ তাদের দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। যেহেতু কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন তাই খাদ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণভার এসব বহুজাতিক কোম্পানির হাতে ছেড়ে দিয়ে কিছুতেই আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।

মাছে ভাতে বাঙ্গালী কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে এ দেশের স্বনির্ভর কৃষি ও জুম চাষের এক সফল ইতিহাস। স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এদেশের গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা। কেবলমাত্র কেরোসিন ও লবণ জাতীয় দ্রব্য ছাড়া জীবন ধারনের অন্য কোন দ্রব্যের জন্য তাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হয়নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আজকের কৃষকের ইতিহাস শোষণ ও বঞ্চনার এক করুণ ইতিহাস, আকণ্ঠ সংকটে নিমজ্জিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশের কৃষক জনগোষ্ঠী।

খাদ্য অভাব পুরণের লক্ষ্যে, সুশীলন উপকূলীয় অঞ্চলের ৮ টি জেলায়, ১৩ টি উপজেলার ২৬ টি ইউনিয়নের ১৩০০০ কৃষককে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সুশীলন বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সার্বিকভাবে দানা জাতীয় শষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আমিষ ও ভিটামিন সরবরাহকারী নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য (ডাল, তৈলবীজ, শাকসব্জী, মসলা, পশুখাদ্য ইত্যাদি) উৎপাদনের এলাকা ও উৎপাদন দুইই কমেছে; যা কৃষকদের বেশী মূল্যে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। এমনকি এগুলো অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে, এতে পরনির্ভরশীলতা বাড়ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে পরিবেশ ধ্বংসকারী ব্যয়বহুল প্রযুক্তির। বহুবিধ ফসলের পরিবর্তে একক ফসল, হাইব্রিড বীজ এবং রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ব্যবহারের ফলে আবাদী জমি উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে ফসল ও প্রাণ বৈচিত্র্য, হারিয়ে যাচ্ছে কৃষি ভিত্তিক সামাজিক আচার আচরণ, কৃষ্টি, সভ্যতা। পরিবেশ দুষণের ফলে মৎস্য ও জলজ সম্পদ, গবাদিপশু-পাখী, বন্য প্রাণী ও মাটিতে অবস্থানকারী অনুজীব-মাটির প্রাণ হচ্ছে ধ্বংস । মাটি, বাতাস, পানি ও খাদ্য দুষণের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে। বাড়ছে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের জনগণও আর্থ-সামাজিক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যায় ভুগছে । সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরীব হচ্ছে আরও গরীব। বিশ্বব্যাংকের হিসাবমতে এ দেশে বর্তমানে ৩৮% মানুষ দরিদ্র। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ১০% মানুষ অতিদরিদ্র, যারা মাসে ৫৫৪ টাকার বেশী খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করতে পারেনা। এখনো বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৫৪ জন শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়, ৪৩ জন শিশু বয়স অনুযায়ী বড় হয় না। সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ২২২২ ক্যালরীর কম ক্যালরী গ্রহনকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা বর্তমানে ৬ কোটি ১ লাখ। দৈনিক ১৮০০ ক্যালরীর কম গ্রহনকারী লোকের সংখ্যা (আলট্রা পুওর / হতদরিদ্র) ১ কোটি ২০ লাখ। দৈনিক ১৬০০ ক্যালরীর কম গ্রহনকারী লোকের সংখ্যা (হার্ডকোর পুওর/ চরম দরিদ্র) ৩ কোটি ১০ লাখ। অথচ ২০০৫-০৬ সালে এ দেশের মোট দানা জাতীয় খাদ্যের চাহিদা ছিল ২ কোটি ৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত থাকার কথা। ঐ বছরেই আরও ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয়েছে এবং বিদেশী সাহায্য হিসেবে এসেছে আরও ২ লক্ষ ৯১ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য। তারপরও কি দেশের সব মানুষ খাদ্য পেয়েছে!!! বরং এত উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকার পরও দেশের প্রায় অর্ধেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের ন্যুনতম পুষ্টি চাহিদা পুরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পায় নি।

তবুও এদেশে মঙ্গা হয়েছে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করেছে। খাদ্যের অসম বন্টন ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। সুতরাং এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খাদ্য থাকলেই সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। যে খাদ্য জীবন বাঁচাবে সে খাদ্যই আজ আমাদের প্রাণনাশের বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকাল শাক-সবজি, ফলমূলসহ প্রায় সব ফসলেই বিষাক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে যা আমরা জেনে বা না জেনে প্রতিদিন খাচ্ছি। আমাদের পুষ্টি ও দেহের ভিটামিনের চাহিদা মিটানোর জন্য প্রতিদিন রঙ্গীন শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়া অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু আমরা শাক-সব্জি ও ফলমূল খাওয়ার নামে প্রতিদিন বিষ সেবন করে চলেছি কারণ এসব শাক-সবজি ও ফলমূলের উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বাজারজাত-করণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মিশানো হচ্ছে নানাবিধ কীটনাশক বিষ। আধুনিক জাতের উচ্চফলনশীল, হাইব্রিড ও জিএম শাক-সবজিসহ অন্যান্য ফসল ও ফলমূল উৎপাদন করতে গিয়ে দফায় দফায় প্রয়োগ করা হচ্ছে বিষাক্ত কীটনাশক, মাকড়নাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি। আমাদের খাদ্যের সাথে এসবই আমাদের দেহে ঢুকছে। আবার, এসব শাক-সবজি ও ফলমূল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং ফলমূল পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কার্বাইড ও ইথারেলসহ নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ। মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বিষাক্ত ফরমালিন। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য শাক-সবজি ও ফলমূলে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত রঞ্জক দ্রব্য। ফলে, একদিকে যেমন নানাবিধ রোগ-ব্যধি দেখা দিচ্ছে অন্যদিকে আমাদের জীবনী শক্তিও হ্রাস পাচ্ছে। আজ আমরা বাধ্য হচ্ছি বাবা বা মা হয়ে আমাদের সন্তানের মুখে সহস্তে বিষ তুলে দিতে। এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কী হতে পারে।

বর্তমানে কৃষিকে বিনিয়োগের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কে করবে এই বিনিয়োগ? বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষকের পক্ষে কৃষি খামার ও কৃষি শিল্পে বিনিয়োগ এক কথায় অসম্ভব। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এ বিনিয়োগ করবে পুঁজিপতিরা যাদের পুঁজির প্রধান যোগানদার হবে ব্যাংক। ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে, কৃষকের জমি ও শ্রম ব্যবহার করে মুনাফা হাতিয়ে নিবে পুঁজিপতিরা। পক্ষান্তরে, দেশের কৃষিনির্ভর ব্যাপক জনগোষ্ঠী হবে কর্মহীন। কারণ পুঁজিপতিদের খামারায়ন ও শিল্পায়ন হবে যন্ত্রনির্ভর যেখানে কর্মসংস্থান হবে সীমিত। আর যেহেতু এদেশে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগও কম তাই আমাদের কৃষিতে এ ধারার খামারায়ন ও শিল্পায়ন আপামর কৃষক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উপর মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। কাজেই কৃষিতে যদি খামারায়ন ও শিল্পায়ন করতে হয় তবে তাতে কৃষকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য কৃষকদের রয়েছে প্রয়োজনীয় জমি ও শ্রমশক্তি। তাদের ঘাটতি হলো পুঁজি, ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞান আর স্থায়িত্বশীল প্রযুক্তির। এসব ক্ষেত্রগুলোতে সহায়তা পেলে কৃষকরাই হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে বেশী প্রতিযোগিতার ক্ষমতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারী। এতে করে শুধু যে কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে তাই না, মজবুত হবে এ দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

অন্যদিকে, বাজার ব্যবস্থার উপরও উৎপাদক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাও অত্যন্ত জরুরী। শুধু কাঁচামাল উৎপাদন করে বাজারে তুলে দিলেই হবে না, কাঁচামালের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে সর্বশেষ পণ্য পর্যন্ত যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষকরা মরিচ, হলুদ, ধনিয়া ইত্যাদি খুব স্বল্প মূল্যে কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রী করে দেয়। তারপর তা কয়েক হাত ঘুরে যায় গুড়া মসলা প্রস্তুতকারী কারখানায়। সেখানে গুড়া মসলা হিসেবে প্যাকেটজাত হয়ে উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রী হয়। অথচ শুধু পুঁজির ব্যবস্থা করতে পারলে কৃষক নিজেই এই ব্যবসা করতে পারে। প্রথমিকভাবে এরূপ ছোট আকারের সহজ ব্যবসা দিয়ে শুরু করে একসময় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে যাওয়া যেতে পারে।

বর্তমান ধারার কৃষি ব্যবস্থায় এবং বৈশ্বিক কৃষি বাণিজ্যের বর্তমান গতিধারা বিবেচনায় কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যদিকে, বহুজাতিক কোম্পানি নামক বিষবৃক্ষ দিনে দিনে ডালপালা বিস্তার করে সর্বগ্রাসী মহীরূহ রূপ ধারণ করছে। বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যের আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন সমগ্র উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা যা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে কখনই কৃষকের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ জন্য কৃষকের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত প্রচেষ্টা আশু প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যতই কালক্ষেপন করা হবে ততই এ আগ্রাসন মোকাবেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে।

কিন্তু এরূপ যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশল কি হবে তা বিতর্কের বিষয়। সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা একটি ভাল বিকল্প হতে পারত। ষাটের দশকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমবায় ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল যা ছিল বহুজাতিক কোম্পানির প্রযুক্তি বিস্তারের কৌশলমাত্র তা বহুজাতিক কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় স্বাভাবিক কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। আজকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ও কৃষকের মাঝে রাজনৈতিক বিভাজন এমন এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, এমতাবস্থায় সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কাজেই, এখন মূল কৌশল হবে খামারায়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কৃষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আর এ জন্য প্রয়োজন বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনে সরকারী উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। আর এটা করা তখনই সম্ভব যখন তৃনমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত গড়ে উঠবে শক্তিশালী কৃষক সংগঠন এবং সুশীলন নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুশীলন

এ এইচ এম রেজাউল হক, পরামর্শক, সুশীলন

সুশীলন দীর্ঘ ২০ বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রতিনিধি সংগঠন হিসেবে সুশীলন এই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি প্রশমনে জনঅংশগ্রহন ও এর সংগে খাপখাওয়ানোর বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আমরাজানি মহাবিশ্বের ক্রম বিকাশের গতিধারায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে-হচ্ছে এবং হবে। ভূ-প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে এই পরিবর্তন ছিল ধীর এবং ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে সংগতি পূর্ণ। মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সমগ্র মানব সমাজকে বর্তমানে এক বিপর্যয় কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ছদ্মাবরণে প্রকৃতি বিধ্বংসী কর্মকান্ড এই পরিবর্তনকে আরও জটিল করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন - এই বিষয়টির সাথে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। উন্নত দেশগুলির প্রকৃতি বিরোধী এবং বিধ্বংসী কার্যক্রমের শিকার হচ্ছে আমাদের মত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলি। ভৌগলিক অবস্থানের কারনে বাংলাদেশ বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল দুর্যোগের ঝুঁকি বেশী, বর্তমানে সেই অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে সিডর এবং আইলার মত বিধ্বংসী দুর্যোগের পাশাপাশি জলাবদ্ধতা, বন্যা লেগেই আছে।

সুশীলন জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে তাদেরকে সচেতন করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে কাজ করছে। এরই মধ্যে সুসমাজ, শুভশক্তি, শুভসকাল, স্বাধিকার এবং স্বউন্নয়ন গড়ে তোলা হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। গত দুই বছরে সময়-অসময়ে জলোচ্ছাস ও অস্বাভাবিক বৃষ্টির কারণে প্রায়ই উপকূলীয় বাঁধ ভাঙ্গনের বিপর্যয় ঘটছে-এই গুলি সবই জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষন। আবহাওয়ায় যে পরিবর্তন এসেছে তাতে কারো সন্দেহের অবকাশ নাই। সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনার প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ও আর্থ-সামজিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের অনেক বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়াগুলোকেই বহুগুনে বর্ধিত করেছে জলবায়ুর এই পরিবর্তন। অসংখ্য নদী বেষ্টিত জলাভূমির সমন্বয়ে এই এলাকা গঠিত, প্রতিদিন দুইবার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। উপকূলীয় বাঁধ নির্মানের প্রাক্কালে প্রায় সমগ্র এলাকাই জোয়ার-ভাটার প্লাবন ভূমি দ্বারা সংযুক্ত ছিল। নদীর পাড় উঁচু থাকায় জনবসতি গুলো ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। শুকনো মৌসুমে জোয়ারে লবণ পানির সাথে পলি ও জীবন্ত জৈবকণা (বায়ো-ডাইভারসিটি) আসত যা জমা হত প্লাবন ভূমিতে। এতে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত এবং অগনিত উপকূলীয় মাৎস্য সম্পদের, বিচরণ, বৃদ্ধি প্রজনন এক কথায় উপকূলীয় বায়ো-ডাইভারসিটি বজায় থাকত। বাঁধ প্রকল্প নির্মানের প্রাক্কালে জোয়ারের সাথে যে পলি প্রবাহিত হত তা নিচু এলাকার ভূমি গঠন সহায়তা করত। কিন্তু বৃহদাকার উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও উপকূলীয় জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে এই উপকূলীয় ইকো-সিস্টেমকে কখনও হিসাবের মধ্যে আনা হয় নাই। শুধুমাত্র মানব বসতি ও কৃষিকর্মের এলাকা বৃদ্ধির চিন্তাই করা হয়েছিল। উপকূলীয় ইকো-সিস্টেম ও এগ্রোবায়ো- ডাইভারসিটি দুই বিপরীত মুখী বিষয় সমন্বিত করার কথা ভাবা হয়নি বরং দিনে দিনে পারস্পরিক এই বিরোধী বেড়ে চলছে। বর্তমানে চিংড়ি ও লবন পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপকূলীয় পরিবেশের সাথে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি। এই যুদ্ধে আমাদের প্রজন্ম হয়তোবা সাময়িক জয়ী বা উপকৃত হতে পারে কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয়। অধিকাংশ নদী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাবে; নিচু জমি (জলাভূমি) নিম্নগমনের ফলে আরো নিচু হয়ে যাবে। পানি নিষ্কাশনের কোন সুব্যবস্থা থাকবে না। অনেক পোল্ডার পরিণত হবে লবন পানি বা স্বাদু পানির হ্রদে। সংকুচিত হয়ে পড়বে উপকূলীয় বায়ো-ডাইভারসিটি। এমন একটি অবস্থার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছাস, খরা অতিবৃষ্টি কি ফলাফল বয়ে আনবে, সে অবস্থা আমাদের সকলকে এখন থেকেই ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এখন থেকেই। মানব জাতির ইতিহাসে বহু এলাকা জনবসতি শূণ্য ও বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সহাবস্থানের ব্যর্থতা। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবহাওয়ার পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ই প্রধান কারণ নয় বরং মানব সৃষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক ভৌগলিক যে পরিবর্তন আমরা নিয়ে অসছি জনবসতি, কৃষিকাজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মানের মধ্য দিয়ে সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন এই সকল সৃষ্ট সমস্যাকে বৃদ্ধি ও জটিল করে মাত্র। উপকূলীয় জোয়ার-ভাটার প্লাবন ভূমি সংকুচিত হলে তার এই দুই এলাকার মাৎস্য সম্পদের উপর পড়বে। এই এলাকার মানব বসতি স্থাপিত হয়, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি স্বাদু পানির জলাধার নির্মানের মাধ্যমে। বর্তমানে ব্যাপক জনসংখ্যার তুলনায় ঐ সকল জলধারা খুবই কম। এই এলাকার মানব বসতি টিকে থাকার পূর্ব শর্ত হল স্বাদু পানির জলাধার তা সেই খাওয়ার পানি বা কৃষি যাই হোক না কেন। এই এলাকায় মানুষকে বাচতে হলে তাকে পরিবর্তন করে নয় বরং পরিবেশের সঙ্গে আমাদের জীবন ও জীবিকাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, তাহলেই হবে স্থিতিশীল উন্নয়ন। উপকূলীয় পরিবেশের কিছু মৌলিক নিয়ম আছে, ঐ নিয়ম যদি আমরা না যদি তাহলে লংঘিত হয়; আর প্রকৃতি তার

নিয়মে দেবে উত্তর। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের পূর্বে প্রচলিত চাষাবাদ, মৎস্য আহরণ, মানব বসতি জলধারা নির্মাণ বিষয় ইত্যাদি বিষয় নতুন করে ভাববার বোঝায় সময় এসেছে। বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, উন্নয়ন ধারনার মাধ্যমে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিহিত বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মধ্যেই লুকায়িত আছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ও স্থায়ীওশীল উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। বর্তমানে দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল হচ্ছে তাৎক্ষনিক উন্নয়ন যা মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অসংগতিপূর্ণ। ঝুঁকি মোকাবিলার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়নের গুরুত্ব এখন অপরীসীম। অবকাঠামো থেকে শুরু করে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যমে একটা পরিকল্পিত পরিবর্তন এখন সময়ের দাবী। জলবায়ু পরিবর্তন সেহেতু একটি বিশেষ ঘটনা এবং এর জন্য দায়ী প্রধানত উন্নত বিশ্ব। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুকির জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী ও এখনও বিশ্বজনিত একটি মানবাধিকারে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিবেশ ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত সৃষ্টির বিষয়টিও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে সুশীলনের কর্মকান্ড।

ফিরে দেখা ২০ বছরের সুশীলন

সচ্চিদানন্দ বিশ্বাস সতু, সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম)

একটি সংস্থা, কিছু মানুষ, কতকগুলি চিন্তা চেতনার সমাহার। কিছু অর্জন কিছু বর্জন, কিছু পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, কিছু স্মৃতি কিছু আশা। দেখতে দেখতে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সুশীলন ২০ বছর পার করেছে। অমসৃণএই দীর্ঘ চলার পথের সহযাত্রী দের অক্লান্ত পরিশ্রম আজকের সুশীলন। মসৃণ পথে হাটা অনেক সহজ তবে মসৃণ তৈরী করাটাও কঠিন; আবার তৈরি করাটা যত সহজ তাকে টিকিয়ে রাখাটা ততবেশি কঠিন। আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে ১৯৯১ সালে সুশীলন এর জন্ম। যৌবনের কর্মচঞ্চলতায় সবে মেলতে শুরু করেছে তার কর্ম পরিধি। সুশীলন তার সুদীর্ঘ জীবনের মাঝে ২০ বছর সামান্য সময় হলেও বারবার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে তার অতীতের ফেলে আসা দিনগুলি।

খুব বেশি দিনের আগের নয়, যখন কালীগঞ্জ বাসষ্ট্যান্ডে নেমে হেলিকাপ্টার ড্রাইভারকে বলা হল সুশীলন অফিসে চলেন, তিনি ঠিকমত চিনতে পারলেন না যদিও পাশে অন্য একজন লোক তাকে সুশীলনে পৌছনোর পথের কথা বলে দিলেন; আজ অবশ্য সবাই সেখানে সুশীলন কে চেনেন, জানেন। কিছুদিন আগে দাকোপ এর প্রত্যন্ত এলাকায় এসে হঠাৎ আমাদের ট্রলারটি নষ্ট হয়ে যায়, ফিরছিলাম ভাড়ার মোটর সাইকেলে। মোটর সাইকেল ড্রাইভার বলেলন " আপনারা তো সুশীলনের লোক, সতিাই ভাই সুশীলন আইলার পরে খুব ভাল কাজ করেছে, মানুষকে খাদ্য দিয়ে বাচিয়ে রেখেছিল।" সেদিন শুনতে ভাল লাগছিল, মনে মনে ভাবছিলাম কিভাবে সুশীলন এতদূর পৌছালো আর কিভাবে আরোও কিছু এই সকল মানুষের জন্য করা সম্ভব। যদি বলি কি ছিল আমাদের লক্ষ্য আর কত সহজে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছি, সেখানে কি ছিল আমাদের অর্জন? হিসাবের খাতায় সেখানে একেবারেই শূন্য নয়; অনেক জমা হয়েছে, এক কথায় " হিউজ"।

সুশীলন ইতিমধ্যে হাটি হাটি পা পা করে ১৪ টি জেলার ৪৭ টি উপজেলায় ৩১২ ইউনিয়নে কাজ করছে যেখানে প্রায় ৭০ লক্ষ সরাসরি উপকারভোগীর নিকট পৌছেছে। অত্র অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুযোগ সৃষ্টি ও সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, জেন্ডার সাম্য রক্ষা এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার মত ইস্যু নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষকরে উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রতিনিধি সংগঠন হিসেবে সুশীলন এই জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি প্রশমনে বিস্তর কর্মসূচী গ্রহন করেছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে এতদিনে সুশীলনের সাফল্য ঈর্ষণীয়। উপকূলীয় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিশেষ করে সমন্বিত কৃষি, লবন সহিষ্ণু কৃষি, কৃষি সেবা কেন্দ্র, কৃষি তথ্য সেবা, ইকো ডেমো ফার্ম, সুবীজ সরবরাহ ইত্যাদি। স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন, জরুরী ত্রাণ ও পুনঃবাসন কার্যক্রম সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আমাদের কাজের পরিধির ব্যপকতা পেয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার ইস্যুতেও আমরা বিগত দিনে অনেক কাজ করেছি। জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে এবং সচেতন করার সাথে সাথে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশ ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে কাজ করা হয়েছে; গড়ে উঠেছে সুসমাজ, শুভশক্তি, শুভসকাল, স্বাধিকার, স্বউন্নয়ন এবং সুসময় জনসংগঠন। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষন সেবা, গবেষণা, ইকোট্যুরিজম, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, এন্টারপ্রাইজ তৈরী ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সুশীলন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন নেতা, স্থির লক্ষ্য ও দক্ষ সহযাত্রী; আর এর পাশাপাশি আরোও প্রয়োজন সততা, শৃংখলা, বাস্তব বিবেচনা, সুদূরপ্রসারী গবেষণা এবং একাগ্রতা।

বিগত ২০ বছরে আমাদের প্রকল্পসমূহ

SL	Name of Project/Program	Funded by
1.	Poverty Reduction by Increasing the Competitiveness of Enterprises (PRICE) is a USAID- funded economic development Project	USAID
2.	Emergency Response to the Flood affected people in South-West part of Bangladesh	CARE Bangladesh
3.	Management of school feeding programme (SFP) In Poverty Prone Area in Satkhira and Barguna for Children	WFP & DPE-GoB
4.	Bangladesh NGO Foundation-Funded Project	BNF
5.	Emergency Aid in Favour of Communities Affected by Floods and Water- logging in BD	Oxfam
6.	Organizing orientations and distribution of dignity kits to women and girls of reproductive age affected by floods in Satkhira	UNFPA
7.	Active Citizens Youth Training Programme	BRITISH COUNCIL
8.	ACDI/VOCA to provide Funding to the GRANTEE's Program PROSHAR project)	ACDI/VOCA
9.	ACDI/VOCA agrees to support the GRANTEE's Program (One Part of PROSHAR project)	ACDI/VOCA
10.	Programs for Strengthening Household Access to Resources (PROSHAR)	USAID
11.	Enhancing Resilience (ER),Barguna	WFP
12.	Enhancing Resilience (ER),Barguna	WFP
13.	Regarding the implementation of a WFP assisted emergency Biscuit Distribution programme Field Level Agreement (FLA)	WFP
14.	Regarding the implementation of a WFP assisted programme.	WFP
15.	Regarding the implementation of a WFP assisted emergency Biscuit Distribution programme. Field Level Agreement (FLA)	WFP
16.	Regarding the implementation of the emergency response to flood affected households under ER Programme.	WFP
17.	The Implementation of Livelihood Recovery Support for Aila Affected People in Shyamnagar Upazila	UNDP
18.	Emergency Food Security and Livelihood support in the Cyclone Aila affected region in Bangladesh	Concern Worldwide
19.	Emergency Food Security and Livelihood support in the Cyclone Aila affected region in Bangladesh	Concern Worldwide
20.	Implementing Community Nutrition Program under MDG-F program in Barisal Division	UNICEF
21.	Union Parishad Led Safe Water, Sanitation and Hygiene Promotion in SW Coastal Area	EC/European Union
22.	Reducing Climate Change Induced Vulnerabilities through Integrated Adaptation and Mitigation Measures	Christian Aid
23.	Disaster Resilience Habitat at Bainpara, Dacope, Khulna	CDMP, UKAid
24.	HYSAWA Project	LO Unit, Danida
25.	Implementing Community Nutrition Program under MDG-F program Barisal Division	WFP
26.	United Nations Joint Program: Bangladesh/042/SPAIN (UNJP/BGD/042/SPA)	FAO
27.	Enhancing resilience (ER)	WFP
28.	Education for all through distribution of school feeding in Bangladesh	Ministry of Education and EC
29.	Water and sanitation early recovery response to the cyclone aila affected families	Concern worldwide
30.	Emergency WATSAN support to cyclone aila victims	Concern worldwide
31.	Early recovery and rehabilitation support to vulnerable families affected by cyclone Aila in Satkhira district	Concern worldwide
32.	Early recovery and rehabilitation support to vulnerable families affected by cyclone Aila in Satkhira district	Concern worldwide
33.	Joint UN response to cyclone Aila: Nutrition component For Highly Affected Upazillas of Khulna & Satkhira District	UNICEF
34.	Joint UN response to cyclone Aila: Nutrition component For Highly Affected Upazillas of Khulna & Satkhira District	UNICEF
35.	Water and sanitation and hygiene response to the cyclone Aila affected displaced families in Shyamnagar and Assasuni Upazilas, Satkhira District, Bangladesh	Concern Worldwide
36.	Implementation of Structural Risk Reduction Intervention at Sidr/Aila Affected Coastal Areas.	CDMP/EU/DFID/UNDP/Sida/ Ausaid
37.	Partnership with Habitat for Humanity International to build the capacity of disaster affected communities in order to mitigate the effect of natural disasters through a community based Disaster Risk Management Project	Habitat for Humanity International
38.	Loan to Shushilan by Facilitating the expansion and capabilities of Shushilan's Housing Program.	Habitat for Humanity International
39.	School Feeding/Food for Education Programme	WFP
40.	Regarding the implementation of a WFP assistance	WFP
41.	Distribution of Micro Nutrient Powder (MNP)	WFP
42.	Promotion and utilization of sustainable soil management and participatory agricultural development practices to improve household food security in coastal Bangladesh under the Food Security Program-2006	DAE & EC
43.	The provision of Development Support Services to women under the Vulnerable Group Development (VGD) Programme	Women Affairs
44.	The provision of Development Support Services to women under the Vulnerable Group Development (VGD) Programme	Women Affairs
45.	Resilience through Economic Empowerment and Community Adaptation	Oxfam
46.	Livelihood Recovery Support for the Aila Affected people of Munshiganj Union of Shyamnagar Upazila in Satkhira District	Christian Aid Bangladesh
47.	Domestic Response to Humanitarian Crisis in Bangladesh	Development Initiatives
48.	Housing Construction Program	Bangladesh Bank
49.	Emergency food Support to cyclone SIDR families of Barguna District	WFP
50.	Emergency school feeding program	WFP
51.	Blended Food Distribution	WFP
52.	Research project on "The voiceless rustic women's migration in the slums of the city and town of Bangladesh: Causes and Remedies"	Planning Commission
53.	Empowering Peoples through access to information on Governance and Human rights	D-net
54.	Rat Management for Rural Communities Project	DFID
55.	SCORE Project	VSO
56.	Emergency Relief and Activities	USAID/CARE

SL	Name of Project/Program	Funded by
57.	Adapting Natural Resource Management to Climate Change and Increasing Salinity	Shiree
58.	Enhancing Environmental Health by Community Organization	WAB
59.	Working with Union Parishads and Activating Village Courts	Danida
60.	Distribution of Family Kits and Plastic Sheets in Cyclone 'Aila' affected Unions of Satkhira and Vola Districts	Unicef
61.	Demand generation for safe MR services in rural Bangladesh through a Rights Based Approach- in districts of Satkhira, Upazila: Kaliganj, Shyamnagar and Debhata	World Health Organization (WHO)
62.	Emergency Assistance in Satkhira and Khulna District	WFP
63.	Emergency Assistance in Satkhira and Khulna District	WFP
64.	Livelihood Recovery Support to the Aila Affected People of two unions of Shyamnagar upazila under Satkhira District	UNDP
65.	Emergency humanitarian aid project in Satkhira district	Concern Worldwide
66.	Empowering Peoples through access to information on Governance and Human rights	D.net
67.	Post Literacy and Continuing Education Program	Ministry of Primary and Mass Education
68.	Cash and Food For Work in Bhola District	WFP
69.	Nature of Emergency response: Essential non-food item and safe drinking water	UNDP
70.	Nature of Emergency response: Essential non-food item and safe drinking water	UNDP
71.	Emergency food support in Barguna district	WFP
72.	Training for partners staffs of Preparedness for Effective Emergency Project (PEER)	Concern-WW
73.	Amader Adhikar	Concern-WW
74.	Disaster Preparedness Project	Concern-BD
75.	Emergency food and non-food support in Barguna district	WFP
76.	Flood victim relief in Satkhira district	FH/BA
77.	Emergency assistance for SIDR cyclone-affected people in Patuakhali district	UNDP
78.	Emergency assistance for SIDR cyclone-affected people in Bagerhat district	UNDP
79.	Humanitarian support to cyclone SIDR women and children victims	Unicef
80.	Nature of Emergency response: Essential non-food item and safe drinking water	UNDP
81.	Demonstration of Preparing quick compost plants at the community level	UNOPS
82.	Community based Rain Water harvesting plants project for safe drinking water	UNDP
83.	The implementation of the WFP assisted emergency programme activities	WFP
84.	Distribution of multiple micronutrient powder (MNP) to under-five children and pregnant-lactating women in cyclone Sidr affected districts in Satkhira	Unicef
85.	Implementation of RRAP and HRRAP schemes under component 3d project	CDMP
86.	Institutionalizing Alternative Dispute Resolution (ADR) for enhanced access to justice for the vulnerable communities	EC
87.	Emergency Humanitarian Aid Project Due to Floods and Water Logging in Satkhira District	Concern Worldwide
88.	Engagement of Partner NGOs to the Rural Employment Opportunities for Public Assets(REOPA) Project	UNDP
89.	Engagement of Partner NGOs to the Rural Employment Opportunities for Public Assets(REOPA) Project	UNDP
90.	A. Wheat (Variety-Sufi)-Jute (Variety Bjc 2142) - T.Aman(Bri Dhan-32/33) In Kishoreganj Upazila Under Nilphamari District B. Promotion Of BRRI Dhan 47 Cum Quality Seed Production For Boro Season In Kaliganj Upazila Under Satkhira district	Training and Technology Transfer (TTT)
91.	Biscuit Feeding Support to the children under 5, Pregnant/lactating women (PLW) and family kit box support	Unicef
92.	Recovery and Rehabilitation in the cyclone Sidr affected area in Bagherhat	CARE-BD /CIDA
93.	Two Cyclone shelter cum school building construction	GP- Limited
94.	Recovery and Rehabilitation in the Cyclone SIDR affected areas	CARE-Bangladesh
95.	Saline Tolerant Rice Seed Production in Southwest Costal Region of BD	IRRI
96.	VGD-NNP Implementation Collaboration Program	WFP & Ministry of women & children affairs
97.	Community Risk Assessment under the Barguna district	CDMP
98.	Community Risk Assessment under the Barguna district	CDMP
99.	National Nutrition Programme (NNP) under the Contract package # S-39, Area Package # 16	Ministry of Primary Health Care and WB
100.	National Nutrition Programme (NNP) under the Contract package # S-39, Area Package # 16	Ministry of Primary Health Care and WB
101.	Primary Health Care of Hard Core Poor Community People of Shyamnagar Upazila under the Satkhira district	Ministry of Primary Health Care of Bangladesh
102.	SIDR affected People Housing Construction under the Bagerhat district	UNDP Bangladesh
103.	Distribution of Micronutrient Fortified Blended food to Cyclone affected children and women in Barguna District	UNICEF
104.	Rapid Community Restoration Assistance for Cyclone Sidr Victims (CFW)	UNDP
105.	Homestead agro-forestry through improved management practice	Aranyack Foundation
106.	Relief and rehabilitation support to cyclone SIDR victim	WFP
107.	Emergency food and non-food support to cyclone SIDR families of Khulna and Satkhira	UNDP
108.	Emergency food support to cyclone SIDR families of Bagerhat District	BDL
109.	Emergency response in Bagerhat District	UNDP
110.	Greater Rangpur Agriculture & Rural Development Project	IDB and DAE
111.	Emergency Relief of Bagerhat, Khulna and Satkhira district	WFP
112.	People's Union Parishad (PUP) Extension	Danida

SL	Name of Project/Program	Funded by
113.	People's Union Parishad (PUP): Strengthening partnership between people and local elected bodies for ensuring public services for the poor and enhancing accountability of union parishad	Danida
114.	Community Risk Assessment at Dowarabazar of Sunamgonj District	CDMP
115.	Coastal biodiversity Conservation through creating ARI facilities	Arannayk Foundation
116.	Sustainable Agriculture Development	NGO Foundation
117.	Construction of Shushilan Vocational Training Center in Shyamnagar Upazila	Japan Embassy & Shushilan
118.	Awareness Training to the Female Road Maintenance Workers	LGED/RIIP/GTZ
119.	Eradication of Hazardous Child Labour in Bangladesh (2nd Phase)	Ministry of Labour and Employment
120.	Community Risk Assessment at Debhata of Satkhira District	CDMP
121.	Emergency Response to Flooding in Southwest Bangladesh	Concern WorldWide
122.	Institutionalization of community Based initiatives to promote ecological farming and export of shrimp	EC
123.	Capacity Building of Union Level Disaster Management Committees to Reduce Vulnerability of the Community in Shyamnagar Upazila Under Satkhira District of Southwest Coastal Region in Bangladesh	UNOPS/CDMP/DMRB /UNDP
124.	Post Literacy and Continuing Education for Human Development	BNFPE GOB
125.	Promoting Environmental Health through Sustainable Provision for Safe Water and Sanitation	WAB
126.	Emergency Support to landless families	Royal Danish embassy
127.	Institutionalization of Alternative Dispute Resolution System for Socially Vulnerable Community (IASSVC)	Danida
128.	APAR Project	CARE/MJ
129.	Women Rights, Training and counseling project	BDPC
130.	Fourth Fisheries Project	DoF/DFID/ WB
131.	Strengthening research extension linkage through dissemination of knowledge and information on agr. Tech.	ASIRP/DFID
132.	Gender and Governance Issues in Local Government	ADB
133.	Relief and rehabilitation of flood victims in Satkhira	Stromme Memorable Foundation (SMF)
134.	Relief and Rehabilitation works in Satkhira district	Concern/ DFID
135.	Building capacity of a local NGO (Shushilan) to protect and promote livelihood options for resource-poor community in Southwest coastal region.	Concern /DFID & Ireland Government
136.	Health education for mother and child	Paulensen Stiching the Netherlands
137.	An integrative development Intervention	Manitese
138.	Social Movement in Kaligonj against women & children trafficking and gender violence	Freedom Foundation
139.	Relief and Rehabilitation Project	Proshika
140.	Relief and Rehabilitation Project	BRAC
141.	Routine maintenance project	WFP/LGED
142.	Routine maintenance project	WFP/BWDB
143.	Non-formal primary Education	BRAC
144.	Non-formal primary Education	BRAC
145.	Non-formal primary Education 4	BRAC
146.	Capacity building for UP representatives to meet voters need for social development	British high Commission
147.	Road side plantation	WFP/ DOF
148.	Strengthening community people to meet need for upgrading human rights and social justice in rural Bangladesh	Royal Danish Embassy
149.	Empowerment of women	APHD
150.	Reducing Poverty and Sustaining Livelihood of the Resource Poor Farmer of the Southwest Coastal Region through Adoption of Improved Rice Production Technology	WinRock International
151.	Promoting Sustainable Coastal Aquaculture in Bangladesh (ProSCAB)	BFRF
152.	Community Plant Health Clinic	GPIL England
153.	Organic Rice-Shrimp and Mangrove-friendly Aquaculture Program, Bangladesh	SIPPO, Switzerland
154.	Sky water preservation Techniques	Peer Japan
155.	Revolving Loan fund of Shushilan – CDF	CDF
156.	Scaling up of PETRRA Technology in south west region	PETRRA
157.	Reducing the Vulnerability to the climate change	CARE/CIDA
158.	SUFER	DFID/ UGC
159.	Development of sustainable Aquaculture	World Fish Center
160.	Skill training for fisheries poultry rearing and veg. gardening	Canadian high commission
161.	ICNMP for increasing the productivity of the Coastal Saline Soils of Bangladesh.	BRRI/ PETRRA
162.	Agriculture technology transfer	Proshika
163.	Strengthening social security of women and children of vulnerable community against trafficking	Stichting overall
164.	Support of SONJOG Network for Collective Development Action for Social Change in the South-West Region of Bangladesh	Proshika
165.	Seed uptake through rice research	PETRRA/ BRI /BRRI
166.	Tickle up project	IVS
167.	Water and sanitation	NGO Forum
168.	Bee keeping as a means of employment generation	Proshika/BRAC

তথ্য সংগ্রহে : মোস্তফা নকুলুজ্জামান, প্রধান, ফান্ড রেইজিং সেল, সুশীলন।

সুশীলন
Shushilan
সুশীলন, মেইন কন্টাক্ট অফিসঃ
প্লট নং - জি ৩, কে.ডি.এ. জলিল সরনী,
মুজগুন্নী আ/এ, বয়রা, খুলনা।
ফোন: +৮৮০-৪১-৮৬০৩২৯
email: contact@shushilan.org
website: www.shushilan.org